সংবাদ

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮

নওগাঁ সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজ

শিক্ষক সংকটে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম

এম আর রকি নওগাঁ

নানা সংকটে রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে নওগাঁর সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজ। শিক্ষকের অভাবে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে দুটি বিভাগের ৯৭৬ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ।

সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, এলাকার নারী শিক্ষার বিকাশে ১৯৭২ সালে নওগাঁয় একমাত্র মহিলা কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় বিএমসি মহিলা কলেজটি। প্রথমদিকে মহাবিদ্যালয় হিসাবে পাঠদান শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে স্নাতক ও সম্মান কোর্স চালু হয়। ১৯৮৫ সালে কলেজটি সরকারিকরণের পর থেকেই চলছে শিক্ষক স্বল্পতা সম্প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষকের অভাবে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আশঙ্কায় আছেন শিক্ষার্থীরা।

পদার্থ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন শিক্ষক নেই

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, মোট ১২টি বিষয়ে পাঠদান চালু আছে। ৩৬ জন শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে রয়েছেন ১৭ জন শিক্ষক। পদার্থ বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চলছে শিক্ষক ছাড়া। অফিস সহকারী সাজেদুল ইসলাম লিটন জানান, ২০০৭-০৮ শিক্ষা বর্ষে কলেজটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স চালু হলেও আজ পর্যন্ত নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। অন্যদিকে ২০০৮ সাল থেকে সমাজ বিজ্ঞান ও ২০১০ সালে চালু করা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস নেয়ার মতো কোন শিক্ষক নেই। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন ভর্তি হওয়ার সময় থেকে আজো পর্যন্ত কোন ক্লাস হয়নি।

এ দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৯৭৬ জন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী তানিয়া জানান, "ভর্তির পর থেকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ১ দিন ও ক্লাস হয়নি। তাই পরীক্ষা সামনে রেখে ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে তার মতো অনেক শিক্ষার্থী।" বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী অর্পিতা বলেন, "কলেজটি পরিণত হয়েছে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে। সারাবছরই এখানে লেগে আছে বিভিন্ন কলেজ ও চাকরির কোন না কোন পরীক্ষা। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কলেজ থেকে কোন সুযোগ-সুবিধাই পান না তারা। নেই খেলাধুলার ও বিনোদন ব্যবস্থা। আবাসিক দুটি হল থাকলেও অব্যবস্থাপনার কারণে ডাইনিংয়ে নেই খাবার পরিবেশ। হলের রুগ্‌ণ রুমগুলোর অধিকাংশেই নেই বৈদ্যুতিক আলো। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিনতে হয় বেড, টেবিলসহ অন্যান্য জিনিসপত্র। তিনি আরও জানান, অব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা অনেকেই কলেজে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। তারা কেবল পরীক্ষায় অংশ নিতেই কলেজে আসেন। হোস্টেল সুপার আসমাউল উদ্দীন জানান, "আবাসিক হলের অধিকাংশ ছাত্রীই ভর্তির পর আর হলে থাকতে চায় না। তাই ছাত্রীদের ব্যবস্থাপনায় ডাইনিং চালাতে হয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১০০ আসন করে দুটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। যা দিয়ে চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।" তিনি আরও জানান, "মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬০ ভাগ আসে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। এদের প্রথম চাহিদা থাকে আবাসিক হলে থাকার। হোস্টেলে সিট না থাকায় নানা সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। নওগাঁ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর শরিফুল ইসলাম খান জানান, "কলেজটি সরকারি হওয়ার পর থেকেই চলছে শিক্ষক স্বল্পতায়। সম্প্রতি এ বিষয়টি ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। শিক্ষার্থী বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষক ও শিক্ষার মান। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়বে কলেজটি।

এদিকে ছাত্রীদের অভিযোগগুলো স্বীকার করে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাবরীনা শাহনাজ চৌধুরী বলেন, "প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক না থাকায় খণ্ডকালীন কয়েকজন শিক্ষক দিয়েই ক্লাস চালানো হচ্ছে।" তিনি আরও জানান, "কলেজের এসব সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অনেক সময় অভিভাবকদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ঐতিহ্যবাহী নওগাঁ সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম ও আবাসিক সমস্যা সমাধান জরুরি। এসব সমস্যা দ্রুত নিরসন করা না হলে কলেজটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা।